তারিখ 10 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

04

মনোজ্ঞ আলোচনা সভা

বাংলা অভিধানে বহুল প্রচলিত শব্দ থাকার দরকার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলা একাডেমী আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানমালায় রোববার ছিল 'বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নের সমস্যা' শীর্ষক আলোচনা সভা। প্রফেসর শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম। আলোচনা করেন প্রফেসর আবুল কাশেম চৌধুরী, ডঃ সিদ্দিকা মাহমুদা এবং প্রফেসর জাহাঙ্গীর তারেক।

ব্যাকরণের খটমটে তথ্য আর তত্ত্বগত নিরস আলোচনাও যে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ হতে পারে গতকালের আলোচনা ছিল তারই পরিচায়ক। গুটিকয়েক শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান শুরু হলেও মাত্র আধ ঘন্টায় অনুষ্ঠান এলাকা ভরে যায় কৌতূহলী শ্রোতায়। বেশীর ভাগই ছিল তরুণ। গভীর আগ্রহভরে তারা শুনছিল আলোচক–প্রবন্ধকারের বক্তব্য, তাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ।

মূল প্রবন্ধে প্রফেসর কাইয়ূম বিবৃত করেন অভিধানের ইতিহাস। আসলে 'অভিধান' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এলেও বাংলা ভাষার অভিধান প্রণীত হয়েছে মূলতঃ ইংরেজী ডিকশনারী অনুসরণে।

(আটের পাতায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলা অভিধানে বহুল প্রচলিত শব্দ

(প্রথম পৃঃ পর)

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ অভিধান প্রণয়ন করেছেন অমর সিংহ। এটি তাই অমরকোষ নামে খ্যাত। বাংলা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহর থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম বাংলা অভিধান কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। এটা ছিল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংকলিত 'বঙ্গভাষাভিধান'।

প্রফেসর কাইয়ূম বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নে শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এই দুই মনীষীর দীর্ঘ ৩৭ বছরের প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছিল ৫ খন্ডে সমাপ্ত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। তিনি বাংলা ভাষায় অভিধান প্রণয়নে বিভিন্ন সমস্যার কথাও বিস্তারিত তুলে ধরেন।

পঠিত প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সিদ্দিকা মাহমুদা বলেন, বাংলা ভাষা একটি সজীব, প্রাণবন্ত ও গতিশীল ভাষা। এ ভাষায় নিয়ত যোগ হচ্ছে নতুন শব্দ। সময়ের সাথে আমরা বুঝতে পারি না ভাষাগত দিক থেকে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছি, পরিবর্ধিত হচ্ছি। বহতা নদীর মত বয়ে যাচ্ছে এ ভাষা কাল থেকে কালান্তরে। আর তাই ভাষার এই নিত্য পরিবর্তনের সাথে সাথে অভিধানেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। তিনি বলেন, উচ্চারণগত সমস্যার দরুন বানানের ক্ষেত্রেও একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বানান নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নতুন অভিধানে কোন্ বানান স্থান পাবে? আধুনিক বা পুরাতন, কোন্‌টা রাখবে কোনটা বর্জন করবে? আজকের আন্তর্জাতিকমনা সমাজব্যবস্থায়, বিশেষত যেসব নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দ এসে যাচ্ছে, এসব শব্দের কোন্‌গুলো কিভাবে অভিধান প্রণেতারা গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, বহুলপ্রচলিত প্রয়োজনীয় শব্দই অভিধানে থাকা উচিত।

প্রফেসর জাহাঙ্গীর তারেক বলেন যেহেতু ভাষার ক্ষেত্রে নতুনের সংযোগ এবং পুরাতনের ঝরে যাওয়ার ব্যাপার বিদ্যমান, সে কারণে সব সময় অভিধানের নতুন সংস্করণ বের হওয়া উচিত।

প্রফেসর আবুল কাশেম চৌধুরী বলেন, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নততর বিকাশ ঘটেছিল ইংরেজ আসার অনেক আগে। এ সময়কার সাহিত্য স্রষ্টারা আভিধানিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিনা ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। তবে আভিধানিক ব্যাপারে তারা সচেতন না থাকলে এ ধরনের ভাষার ব্যবহার করতে পারতেন না।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী বলেন, আমাদের মুখের কথ্যভাষা অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। তিনি বলেন, আমরা যে তদ্ভব বা বিদেশী ভাষা ব্যবহার করি, আমাদের অভিধানে তা উপেক্ষিত রয়েছে। তিনি বাংলা ভাষাকে সুষ্ঠুরূপে অভিধানে প্রতিফলিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পন্ডিতদের সাথে একত্রে কাজে নামার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দূর অতীতে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে মুখের ভাষা সাহিত্যে উঠে এলো। সাধু ভাষার সাথে চলিত ভাষা স্থান পেল। সে ভাষা সহিত্যকে শক্তিশালী করেছে, অভিধানকে দিয়েছে নতুন দায়িত্ব। তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, তা সত্ত্বেও উচ্চারিত ভাষা অভিধানের ভাষা হয়নি।